দৈনিক ইনকিলাব

৫২
তারিখ 04 JAN 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ব্যয় সাত কোটি টাকা ঃ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে বিষয়প্রতি ৫ টাকা বেশী নেয়া হবে

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার মূল্যায়ন ও ফলাফল কম্পিউটারায়ন করা হবে

॥ সাইফুল আলম ॥

চলতি বছর থেকে দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা কম্পিউটারায়ন করার সকল প্রস্তুতি সরকার সম্পন্ন করেছে। উচ্চ পর্যায়ের দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, চারটি বোর্ডের কম্পিউটার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য হার্ডওয়ার ক্রয় এবং ১৯৯৪ সালের পরীক্ষার মূল্যায়ন ও ফলাফল কম্পিউটারায়নের জন্য সাত কোটি টাকা ব্যয় হবে। এই ব্যয় নির্বাহের জন্য চলতি বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার আনুমানিক ১৪ লাখ পরীক্ষার্থীর বিষয়প্রতি বাড়তি ৫ টাকা ফি আদায় করা হবে। সূত্র জানায়, সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের এসএসসি পর্যায়ে ৭ বিষয়ের জন্য ৩৫ টাকা ও এইচএসসি পর্যায়ে ৬ বিষয়ের জন্য ৩০ টাকা অতিরিক্ত দিতে হবে। সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশের শিক্ষা বোর্ডসমূহ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সেন্টার, কম্পিউটার কাউন্সিল, পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর, সংস্থার মধ্যে আলোচনার পর চার শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা কম্পিউটারায়নের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ফরম কম্পিউটারায়ন করে তথ্য ব্যাংক স্থাপন, সকল উত্তরপত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পিউটার কোডিং করা। নৈর্ব্যক্তিক অভিক্ষার উত্তরপত্র কম্পিউটারায়ন এবং কম্পিউটার মূল্যায়ন করা। কম্পিউটারের মাধ্যমে পুরো টেবুলেশন ও ফলাফল প্রকাশ করা। এই আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'টার্ন কি' চুক্তি ভিত্তিতে চার বোর্ডের ১৯৯৪ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার মূল্যায়ন ও ফলাফল প্রকাশ বুয়েট কম্পিউটার সেন্টার থেকে সম্পাদন করা হবে এবং পরবর্তী বছরসমূহের ফলাফল বোর্ডসমূহ কর্তৃক প্রকাশের লক্ষ্যে প্রতি বোর্ডে কম্পিউটার ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে। প্রস্তাবিত পদ্ধতি সম্পর্কে পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী, শিক্ষক, পরীক্ষা কেন্দ্র পরিচালক, পরীক্ষক ও বোর্ডসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যাপক প্রশিক্ষণের ১১-এর পৃঃ ৫-এর কঃ

কম্পিউটারায়ন করা হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যবস্থা করা হবে।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিককালে দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত পাবলিক পরীক্ষাসমূহের মূল্যায়ন ব্যবস্থার গুণগতমান ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে জনমনে ব্যাপক সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। উত্তরপত্রে পরীক্ষার্থীকে চিহ্নিত করার উপাদান থাকায় পরীক্ষক ও টেবুলেটরের সাথে পরীক্ষার্থীর যোগসূত্র সৃষ্টির মাধ্যমে কারচুপি ঘটার অভিযোগও রয়েছে। মূল্যায়ন ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে বিভিন্ন বোর্ডের মূল্যায়ন ও ফলাফল প্রকাশে অনেক দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনেক ক্ষেত্রে তদন্তক্রমে এসব অভিযোগের সত্যতাও প্রমাণিত হয়েছে।

সূত্র জানায়, এই পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষার মূল্যায়ন ও ফলাফল কম্পিউটারায়ন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর ফলে পরীক্ষার উত্তরপত্র কোডিং করার ফলে পরীক্ষক, টেবুলেটরের সাথে পরীক্ষার্থীর যোগাযোগের কোন সুযোগ থাকবে না। ফলে, মূল্যায়নে দুর্নীতির সম্ভাবনা তিরোহিত হবে। পরীক্ষার ফলাফল কম্পিউটারায়িত হলে একাধারে ফলাফলে ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা তিরোহিত হবে এবং ফল প্রকাশে অনেক সময় লাগবে। কম্পিউটারায়নের ফলে পরীক্ষা-ব্যবস্থা দুর্নীতি ও ত্রুটিমুক্ত হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার গুণগতমান উন্নত হবে।

এই কম্পিউটারায়ন ব্যবস্থার পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার, ফরম সংগ্রহ ও পরিবীক্ষণ এবং সার্বিক তদারকির দায়িত্ব শিক্ষা সচিবের নেতৃত্বে গঠিত একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্টিয়ারিং কমিটির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।